JUN 28 2002
তারিখ ... ...
পৃষ্ঠা ৩ কলাম ৫

দৈনিক ইনকিলাব

রাজশাহীর ঐতিহ্যবাহী সরকারী পিএন উচ্চ বিদ্যালয়ের সকল শিক্ষিকার অপসারণ দাবী

রাজশাহী অফিস : রাজশাহীর ঐতিহ্যবাহী সরকারী পিএন উচ্চ বিদ্যালয়ের অচলাবস্থা নিরসন করে শিক্ষার সুষ্ঠু পরিবেশ ফিরিয়ে আনার দাবী জানিয়েছে স্কুলের ছাত্রী ও অভিভাবকরা। গতকাল ছাত্রীরা মিছিল করেছে। ছাত্রী ও অভিভাবক মহলের দাবী প্রধান শিক্ষিকাসহ বিদ্যালয়ের সকল শিক্ষিকা অপসারণ করতে হবে। এদিকে গতকাল দুপুরে জেলা প্রশাসকের কাছে প্রধান শিক্ষিকাকে ঢাকায় এনসিটিবিতে বদলী সংক্রান্ত এক ফ্যাক্স এসেছে। সে মোতাবেক প্রধান শিক্ষিকা তার দায়িত্ব হস্তান্তর করেছেন। প্রধান শিক্ষিকার বদলী আদেশ আসায় কতিপয় শিক্ষিকা ও ছাত্রীকে অনেক উল্লাস করতে দেখা যায়। অভিভাবকদের বক্তব্য শুধু প্রধান শিক্ষিকা নয়, স্কুলের সব শিক্ষিকা বিশেষ করে ২৮ জনকে জরুরী ভিত্তিতে বদলী করতে হবে। কয়েক মাস ধরে কতিপয় শিক্ষিকা ও প্রধান শিক্ষিকার মধ্যে বিরোধ চলে আসছে। এ নিয়ে বিদ্যালয়ে অচলাবস্থার সৃষ্টি হয়।

বিদায়ী প্রধান শিক্ষিকা রেবেকা সুলতানা বলেন, আমি দেড় বছর আগে বিদ্যালয়ে যোগদান করি। বিদ্যালয়ের শিক্ষার মান নীচে নেমে যাওয়ায় তার উন্নয়নে তৎপর হই এতে বাধ সাধেন কিছু শিক্ষিকা তাদের ভর্তি বাণিজ্য, প্রাইভেট বাণিজ্য, ছাত্রীদের বেতন না নিয়ে নিজেরা নেয়াসহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে আমার পদক্ষেপ বাধা হয়ে দাঁড়ায়। তারা ক্লাসের চেয়ে বাইরে মিনি স্কুল তৈরী করে সেখানে পাঠদানে বেশী উৎসাহী একেকজন ২০/২৫ বছর ধরে বিদ্যালয়ে থেকে শেকড় গেড়ে বসেছে। তাদের এসব কাজে বাধা দিলে তারা আমার পেছনে লাগে এমন কোন নোংরামী নেই যা তারা করেনি। তাদের সাথে কতিপয় বহিরাগত যোগ দেয় তারা দীর্ঘদিন ধরে জোর করে ভর্তির কোটা নিয়ে আসছিল, এটা তাদের ভর্তি বাণিজ্য। এবার কোটা না দেয়ায় তারাও ক্ষিপ্ত হয়। ফলাফলতো দেখতেই পাচ্ছেন। স্কুলের শিক্ষার মান উন্নয়ন যদি আমার অপরাধ হয় তবে সে অপরাধের শাস্তি মাথা পেতে নেব। আমি কোন দুর্নীতি করিনি

অপরদিকে কতিপয় শিক্ষিকা অভিযোগ করে বলেন, প্রধান শিক্ষিকা স্কুলে যোগদান করেই স্বেচ্ছাচারী হয়ে উঠেছে দুর্নীতি আর অনিয়ম করে চলেছে আমরা তার অপসারণ চেয়েছিলাম। বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষিকা ও শিক্ষকদের মধ্যে বিরোধ নিরসনের জন্য রাজশাহীর মেয়র মিজানুর রহমান মিনু এমপি কোন্দলরত শিক্ষকদের বদলীর জন্য দু'দফা ডিও লেটার পাঠান শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে। অভিভাবকরাও শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী, উপ-মন্ত্রীর রাজশাহী সফরকালে এ অভিযোগগুলো তুলে ধরেন।

গত ১৭ জুন শিক্ষা অধিদপ্তর প্রধান শিক্ষিকাকে বগুড়ার একটি বালিকা বিদ্যালয়ে এবং পাঁচজন শিক্ষিকাকে নগরীর বিভিন্ন বিদ্যালয়ে বদলী করে তাদের ২৩ জুনের মধ্যে নিজ নিজ কর্মস্থলে যোগ দেবার নির্দেশ দেন বদলী আদেশপ্রাপ্তরা বদলী ঠেকাতে তৎপর হয়ে ওঠেন বগুড়ার এক প্রভাবশালী এমপির সহযোগিতায় তারা ২০ জুন বদলী আদেশ স্থগিত করাতে সক্ষম হয়। একন্য অধিদপ্তরে কয়েক লাখ টাকা খরচ করতে হয়েছে বলে প্রচারণা রয়েছে বদলী আদেশ স্থগিত হবার সাথে সাথে গত ২৪ জুন ছাত্রীদের লেলিয়ে দিয়ে স্কুলে তুলকালাম কাণ্ড বাঁধানো হয়। তারা শুধুমাত্র প্রধান শিক্ষিকার অপসারণ দাবী করতে থাকে। সেদিন বদলী আদেশ স্থগিত হওয়া কয়েকজন শিক্ষিকাকে এসব ব্যাপারে ইন্ধন যোগাতে তৎপর থাকতে দেখা যায়। শিক্ষিকাদের বিরোধে ছাত্রীদের উস্কানি দেয়া ও রাস্তায় নামিয়ে মিছিল করানোতে অভিভাবকরা ক্ষুব্ধ। ঐদিন বিকেলে অভিভাবক সমাবেশ করে। সমাবেশে জেলা প্রশাসকের প্রতিনিধি হিসাবে অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (শিক্ষা) উপস্থিত থেকে অভিভাবকদের বক্তব্য শোনেন।